49

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 04 JUN 1998 ...
পৃষ্ঠা: 8 কলাম 7 ...

অপরিহার্য নতুন পরীক্ষা ব্যবস্থা

বাংলা এসএস সি ও এইচএসসি নামক যে দু'টি পাবলিক পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে সেই দু'টি ব্যবস্থাকে পরীক্ষা না বলে বরং প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং নকল করার বহুমুখী ব্যবস্থা হিসেবেই আখ্যায়িত করা উচিত। প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং নকল করার মাত্রা এই পর্যায়ে পৌছেছে যে দেরিতে হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় নামক কুম্ভকর্ণের ঘুম তাতে ভাঙতে শুরু করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় পাবলিক পরীক্ষা সিস্টেমের পরিবর্তন বা বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে।

সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, গত কয়েক বছর ধরে এস এসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় নকল ও সহিংস ঘটনা অব্যাহত থাকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিকল্প পথ খুঁজছে। বোর্ডের পরীক্ষা তুলে দিয়ে স্ব স্ব স্কুল ও কলেজে যথাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসি মানের পরীক্ষা নেয়া যায় কিনা তা গুরুত্ব সহকারে চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। স্কুল ও কলেজ স্ব স্ব ক্ষেত্রে ১০ম শ্রেণী পাস এবং দ্বাদশ শ্রেণী পাস সার্টিফিকেট প্রদান করবে অথবা বর্তমানের নম্বরভিত্তিক রেজাল্টের পরিবর্তে পাসের ক্ষেত্রে গ্রেড নির্ধারণ করে ফলাফল প্রকাশের চিন্তাও করা হচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে বর্তমানে প্রচলিত বোর্ড পরীক্ষার অসারতা উপলব্ধি করতে পেরেছে তাতে বলা যাবে না যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে যারা আছেন তারা কিছুই দেখেন না, শোনেন না এবং গায়ে গন্ডারের চামড়া। শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেখেন, শোনেন এবং সমস্যা উপলব্ধিও করতে পারেন তবে বিলম্বে এই যা।

প্রশ্ন উঠতে পারে এই সিস্টেমে নকল আরো বাড়বে, স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছামতো ছাত্রছাত্রীদেরকে পাস করাবে। প্রভাবশালীদের চাপে লেখাপড়া না করেও সার্টিফিকেট পেয়ে যাবে অনেকে। এই ধরনের সংকট দেখা দিতে পারে তা সত্যি, কিন্তু বর্তমানে কি এরচেয়ে কম কিছু হচ্ছে? তাছাড়া নম্বরী পাসের ইঁদুর দৌড়ের অবসান হলো এবং প্রশ্ন ও খাতা দেখার মধ্যে যদি যোগ্যতা ও মেধা যাচাইয়ের প্রকৃত ব্যবস্থা থাকে তবে নকল অথবা পরীক্ষাবিহীন পাসের প্রবণতাও কমে যাবে। যদি আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচাতে চাই তবে পরীক্ষা সিস্টেম পরিবর্তন এখন ফরজ হয়ে পড়েছে। যদি আমরা নকল রোধ, প্রশ্নপত্র ফাঁস, নম্বরী ফলাফলের ইঁদুর দৌড় এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতির অবসান চাই তবে বোর্ড চারটি তুলে দিয়ে বিকল্প পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করতেই হবে।

বিশ্বের অনেক দেশেই পাবলিক পরীক্ষার এই ব্যবস্থা তুলে দিয়ে পরীক্ষার আধুনিক ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে, যে ব্যবস্থায় যোগ্যতা ও মেধা যাচাইয়ের সত্যিকারের উপায় থাকে। আমাদেরও তাই করতে হবে। বিলম্বে হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এটা ভাবছেন সেজন্যে তাদের ধন্যবাদ, তবে শুধু ভাবনাচিন্তা করে কালক্ষেপণ করলে কি চলবে। রোগী অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা মুমূর্ষু প্রায়, কাজ যা করার শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এখনই করতে হবে। আমরা দেখতে চাই এ যাবৎ ব্যর্থ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কি নতুন পরীক্ষা ব্যবস্থা আমাদের উপহার দেন।